বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ-২০০৫-২০০৬

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ-২০০৫-২০০৬

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

..................................বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ....
.... খ্রিষ্টাব্দ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ কতিপয় অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাবের উপর ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষায় উত্থাপিত যেসকল আপত্তি বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, সেসকল আপত্তিসমূহকে সংকলিত করে এই নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের ওপর ১৫(পনের) টি এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ওপর ০১(এক) টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসহ সর্বমোট ১৬(ষোল) টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে যেসকল আর্থিক অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচরে আনা হলো তা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসর/বৎসরসমূহের মোট আর্থিক ব্যয় ও লেনদেনের পরীক্ষামূলক ও নমুনামূলক স্থানীয় নিরীক্ষার ফলাফল মাত্র। অতএব, আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নিরীক্ষা মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র নমুনামূলক, এগুলো সংশ্লিষ্ট কার্যালয় / কার্যালয়সমূহের এবং প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডের ভুল-ত্রুটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের কতিপয় অফিসের ২০০৫-২০০৬ সাল এবং তৎপূর্ববর্তী কতিপয় সালের হিসাব বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তর নিরীক্ষার আওতায় নমুনামূলক ও শতকরা হার ভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিষ্পন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ এই নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড কর্তৃপক্ষকে উক্ত অনিয়মসমূহের বিষয়ে যথাবিহিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম যেন আর সংঘটিত না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

তারিখ ঃ ....

(টি এম রাশেদুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
৬.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
৭.	অডিটের সুপারিশ	৫
৮.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭
৯.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১ হতে ১৬	৯-২৪
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৪

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

১	২	৩
	বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড	
অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।	১৬,৪৩,০২,৫১৭/-
২	টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচরুম, এমডিএফ রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেয়ায় ক্ষতি।	১২,৬৬,৩৪০/-
৩	ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১৪,০৭,৭২০/-
৪	*টেলিফোন লাইনের ওভারহেড ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় ক্ষতি।*	২০,৭৬,০৪০/-
৫	*ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজনীয় কুলির চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ করায় ক্ষতি।*	৫,০১,৭০০/-
৬	বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত ঠিকাদারদের বিল নগদে পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৩৩,৫৮,৯৭০/-
৭	*ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।*	৫,১৭,৭২৯/-
৮	*বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর অনাদায়ী থাকায় সরকারের ক্ষতি।*	১,৪৩,৯০৯/-
৯	পোর্ট চার্জ এবং শিপিং চার্জ বাবদ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৫৬,৮৪,৫৫৯/-
১০	প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ।	৪১,০৫,৮৩৬/-
১১	পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া অনাদায়ী থাকায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯,৬৬,১০৫/-
১২	*টেলিফোন রাজস্ব অনাদায়ী থাকায় সরকারী রাজস্ব ক্ষতি।*	৫৫,৯২,৪৪২/-
১৩	*"কাজ নাই মজুরী নাই" দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।*	১১,৯৮,৩০০/-
১৪	*আকাশ পথে মালামাল আনয়ন করা সত্ত্বেও সমুদ্র পথের বীমাচার্জ পরিশোধ করায় ক্ষতি।*	৭,৫৪,৫৭,৭৬৮/-
১৫	*প্রকল্পের কাজে ক্রীত মালামালের যথাযথ ব্যবহারের প্রমাণ না পাওয়ায় উক্ত মালামালের মূল্য বাবদ সরকারের ক্ষতি।*	৯,৫০,০০,০০০/-
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	
১৬	বিভিন্ন মূল্যমানের ষ্ট্যাম্প চুরি ও প্রকৃত মজুদ অপেক্ষা কম প্রাপ্তি।	৯,১২,৪৬,৬৪৬/-
	সর্বমোট টাকা =	৪৫,২৮,২৬,৫৮১/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ-বৎসর	ঃ	২০০৫-২০০৬
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আওতাধীন ৫৮ টি এবং তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীন ৭৬ টি অফিস।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	জুলাই-২০০৬ হতে জুন-২০০৭।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন	ঃ	মহাপরিচালক, ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা এবং কর্মচারী।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

১ ॥ সরকারী আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

২ ॥ মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম পরিপালন না করা।

৩ ॥ ভ্যাট ও আয়কর যথানিয়মে আদায় না করা।

৪ ॥ প্রকল্পের অর্থে ক্রীত মালামালের সঠিক হিসাব না রাখা।

৫ ॥ বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ না করা।

৬ ॥ লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যথার্থভাবে যাচাই না করা।

৭ ॥ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য অর্থ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করে নগদে পরিশোধ করা।

৮ ॥ প্রকল্পের জনবলকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা পরিশোধ করা।

৯॥ যানবাহন কর আদায় করে নিয়ম মোতাবেক সরকারী খাতে জমা না করা।

১০॥ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কর্মচারী নিয়োগ করা।

১১॥ প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত মালামালের হিসাব ও ব্যবহারের হিসাব না করা।

অডিটের সুপারিশ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

১ ॥ সরকারী বিধি-বিধান যথাযথ পরিপালন করা আবশ্যক।

২ ॥ বিভিন্ন শ্রেনীর গ্রাহকের নিকট হতে টেলিফোন বিল যথাসময়ে আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

৩ ॥ অফিস সংস্থাপনে নিয়মিত লোকবল থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কাজে না লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার কাজে বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক / ঠিকাদার নিয়োগ দেখানোর প্রবণতা পরিহার করা আবশ্যক।

৪ ॥ ভ্যাট, আয়কর যথানিয়মে আদায় করা আবশ্যক।

৫ ॥ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিলের টাকা বিধি / নির্দেশ মোতাবেক চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা আবশ্যক।

৬ ॥ প্রকল্পের অর্থে ক্রীত ভান্ডার মালামালের হিসেব সঠিকভাবে রাখা ও ওগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৭ ॥ ব্যয় বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রাখা আবশ্যক।

৮ ॥ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দ্দেশ মোতাবেক কর্মচারী নিয়োগ করা আবশ্যক।

৯ ॥ যানবাহন কর আদায় করে সরকারী খাতে জমা করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ)

গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ
বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ড

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১

শিরোনাম ঃ মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ১৬,৪৩,০২,৫১৭/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ ১৯(উনিশ) টি অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ১৬,৪৩,০২,৫১৭/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে
(পরিশিষ্ট-ক)।

- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ২য় খন্ডের ৭৮৩(১) ধারা এবং জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ (বঙ্গানুবাদ) বিধি-১০৪ অনুযায়ী কোন মতেই বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না।

- বিটিএন্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত পত্র নং-বাজেট ঃ ৪-২৮/২০০৪-২০০৫/(অংশ), তারিখঃ-২৫-৫-২০০৫ ইং এর মাধ্যমে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় বন্ধের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

- বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ বন্ধের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ব্যয় বরাদ্দ সীমার মধ্যে না রেখে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেছে।

- প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে পত্রালাপ চলছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারী বিধি / আদেশ অমান্য করে বিধি বহির্ভূতভাবে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-ত)।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকা নিয়মানুগ এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ২

শিরোনাম ঃ **টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচরুম, এমডিএফ রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেয়ায় ১২,৬৬,৩৪০/- টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ ৭(সাত) টি অফিসে মন্ত্রণালয়ের বিধান উপেক্ষা করে শ্রমিক নিয়োগের নামে মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ১২,৬৬,৩৪০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-খ)।

- ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা যায়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ রুম, এমডিএফ রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ দেখানো হয়।

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-১৯৯২ তারিখের স্মারক নং-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/অ-২১/৯৯-৭০৭ এর নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত কাজে বাহিরের শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।

- টিএন্ডটি বিভাগের ডিজিটাল সুইচরুমে বহিরাগত অদক্ষ শ্রমিক এর প্রবেশাধিকার নেই।

- ডিজিটাল সুইচ রুমে অদক্ষ শ্রমিকের কোন কাজ নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্যে বাইরের অভিজ্ঞ লোক নিয়োজিত করে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি বোর্ডের এ ধরণের সুক্ষ্ম কারিগরী কাজ সমাধা করার জন্য বাইরের কোন লোক নিয়োগের সুযোগ নেই।
- বর্ণিত স্থান সমূহ নিরাপত্তামূলক হওয়ায় বহিরাগতদের প্রবেশ সংরক্ষিত।
- সর্বোপরি এ ধরনের নিয়োগ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-৯২খ্রিঃ তারিখের বর্ণিত আদেশের পরিপন্থী।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-ত)।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বহিরাগত শ্রমিক বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগের মাধ্যমে ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৩

শিরোনাম ঃ ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় ১৪,০৭,৭২০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ ১০(দশ) টি অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ডিপি ও টেলিফোন লাইনের কেবিনেট এবং ডিপিবক্স মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের কাজে বহিরাগত অনভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে মজুরী বাবদ ১৪,০৭,৭২০/- টাকা ক্ষতি (পরিশিষ্ট-গ) ।
- সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল থাকা সত্ত্বেও বাইরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে সরকারী অর্থ অপচয় করা হয়েছে।
- সিডিউলে ও বিলে মেরামত কাজের পরিমাণ উল্লেখ নেই।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯১ ও ১৯২ ধারামতে ইএনজি-৩ এর নির্দেশ মোতাবেক শ্রমিক হিসেব করে প্রকৃত অর্থে কতজন শ্রমিক আলোচ্য কাজে প্রয়োজন ছিল তা নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ত্রুটি খোঁজার কাজে ইকোমিটার/বিকোমিটার মেশিন ব্যবহার করে ত্রুটিযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ মেরামত কাজে কোন ভান্ডার মালামাল ব্যবহার করা হয়নি।
- বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জোড়ার ক্যাবল প্রতিস্থাপন দেখানো হলেও উদ্ধারকৃত পুরাতন ক্যাবল এসিই-৯ এর মাধ্যমে ভান্ডারে জমা রাখার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখানো হলেও বিভাগীয় নিয়মিত জনবল সে সময়ে কি কাজে নিয়োজিত ছিল তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজে রাস্তা কর্তন দেখানো হলেও সে সকল রাস্তা কর্তনের কোন অনুমতি স্থানীয় সরকার হতে নেয়ার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাইরের শ্রমিক নিয়োগ করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি বোর্ডের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিভাগীয় নিয়মিত জনবল বিদ্যমান ছিল।
- ভান্ডারজাত মালামাল ব্যতীত কিভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হলো এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- ইএনজি-৩ মোতাবেক শ্রমিক হিসাব নিশ্চিত করা হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-ত)।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ও ডিপি বক্স মেরামত কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে অর্থ ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৪

শিরোনাম ঃ *টেলিফোন লাইনের ওভারহেড ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় ২০,৭৬,০৪০/- টাকা ক্ষতি।*

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ ১০(দশ) টি অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, সিডিউল নথি, এসিই-২ বিল ভাউচার হতে দেখা যায় নিয়মবহির্ভূতভাবে বাহিরের শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ২০,৭৬,০৪০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঘ)।
- বিলে ও সিডিউলে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ উল্লেখ নেই।
- মেরামত কাজে কোন ভান্ডারজাত মালামাল ব্যবহৃত হয়নি।
- যে সকল বহিরাগত শ্রমিক মেরামত কাজে নিয়োগ দেখানো হয়েছে তাদের টিএন্ডটি বিভাগের সূক্ষ্ম কারিগরি কাজে জ্ঞান নেই।
- এ সময়ে বিভাগীয় নিয়মিত জনবল কি কাজে নিয়োজিত ছিল তার কোন তথ্য বিভাগীয় অফিস সরবরাহ করতে পারেনি।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯১ ও ১৯২ ধারামতে ইএনজি-৩ এর নির্দেশ মোতাবেক শ্রমিক হিসেব করে প্রকৃত অর্থে কতজন শ্রমিক আলোচ্য কাজে প্রয়োজন ছিল তা নির্ধারণ করা হয়নি।
- বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ওভারহেড ক্যাবল মেরামত দেখানো হলেও উদ্ধারকৃত পুরাতন ক্যাবল এসিই-৯ এর মাধ্যমে ভান্ডারে জমা রাখার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাহিরের লোক নিয়োগ করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- টেলিফোন ওভারহেড লাইনের ত্রুটি নিরূপণ কাজে এবং এলাইনমেন্ট ডিজমেন্টাল করার সময় বিভাগীয় কর্মচারীদের সাহায্যকারী হিসাবে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি টিএন্ডটি বিভাগে প্রচলিত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি এর যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিয়মিত জনবল দ্বারাই করা সম্ভব। এ ধরণের টেকনিক্যাল কাজে বাইরের দক্ষ লোক পাওয়া সম্ভব নয়।
- ষ্টোর ব্যতীত কিভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হলো এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পেয়ে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-ত)।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে মেরামতের কাজে শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে তাদের মজুরী বাবদ পরিশোধিত টাকা ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৫

শিরোনাম ঃ *ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজনীয় কুলির চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধে ৫,০১,৭০০/- টাকা ক্ষতি।*

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ ৩(তিন) টি অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে প্রয়োজনীয় কুলির চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ দেখিয়ে ৫,০১,৭০০/-টাকা ক্ষতি সাধন করা হয় (পরিশিষ্ট-ঙ) ।
- সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল থাকা সত্ত্বেও বাইরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে সরকারী অর্থ অপচয় করা হয়েছে।
- সিডিউলে ও বিলে যে পরিমাণ মেরামত কাজ দেখানো হয়েছে এবং তার জন্যে ইএনজি-৩ মোতাবেক যে পরিমাণ কুলি প্রাপ্য তার চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ দেখিয়ে মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯১ ও ১৯২ ধারামতে ইএনজি-৩ এর নির্দেশ অনুযায়ী কুলির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ত্রুটি নির্ণয় কাজে ইকোমিটার / বিকোমিটার মেশিন ব্যবহার করে ত্রুটিযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ মেরামত কাজে কোন ভান্ডার মালামাল ব্যবহার করা হয়নি।
- বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জোড়ার ক্যাবল প্রতিস্থাপন দেখানো হলেও উদ্ধারকৃত পুরাতন ক্যাবল এসিই-৯ এর মাধ্যমে ভান্ডারে জমা রাখার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখানো হলেও বিভাগীয় জনবল সে সময়ে কি কাজে নিয়োজিত ছিল তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজে রাস্তা কর্তন দেখানো হলেও সে সকল রাস্তা কর্তনের কোন অনুমতি স্থানীয় সরকার হতে নেয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাহিরের শ্রমিক নিয়োগ করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি বোর্ডের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিভাগীয় নিয়মিত জনবল বিদ্যমান ছিল।
- ভান্ডারজাত মালামাল ব্যতীত কিভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হলো এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- ইএনজি-৩ মোতাবেক শ্রমিক চাহিদা নির্ণয় করা হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-ত)।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অফিস সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী বাবদ পরিশোধিত টাকার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৬

শিরোনাম ঃ **বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত ঠিকাদারদের বিল নগদে পরিশোধ করায় ৩৩,৫৮,৯৭০/- টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- **বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ ১২(বার) টি অফিসে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যসম্পাদনের নামে ৩৩,৫৮,৯৭০/- টাকা নগদে পরিশোধ করা হয় (পরিশিষ্ট-চ)।**
- **২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে লক্ষ্য করা যায়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ রুম, বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজে নিরীক্ষিত অফিসে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।**
- **টিএন্ডটি বিভাগের এ ধরণের সূক্ষ্ম কারিগরী কাজের জন্য কোন বেসরকারী প্রশিক্ষণকেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। কাজেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে টিএন্ডটির সূক্ষ্ম কাজে জ্ঞান সম্পন্ন কোন লোক থাকার কথা নয়।**
- **বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের ২৯-১০-২০০১ তারিখের নির্দেশ নং-নিশা-৫/৪-১/২০০০ উপেক্ষা করে চেকের পরিবর্তে নগদে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।**
- **পিএন্ডটি আইএসি ১ম খন্ডের ধারা-১২ এর নোট-১ ও ১৩৬ এবং ট্রেজারী রুলস্ এবং সাবসিডিয়ারী রুলস্ (বঙ্গানুবাদ) এস,আর-২৩৯(১) অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল চেকের মাধ্যমে পরিশোধের নির্দেশ আছে।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাইরের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- **চেকের পরিবর্তে নগদে অর্থ পরিশোধের বিষয়ে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।**
- **এ ধরনের কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন কাজে বেসরকারীভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে না উঠায় বাইরের দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় না।**
- **বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।**
- **যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-ত)।**

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ভিতরের কাজে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নামে পরিশোধিত টাকার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ অনিয়মের জন্য প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৭

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর আদায় না করায় ৫,১৭,৭২৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ ১০(দশ) টি অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় ঠিকাদারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৫,১৭,৭২৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-ছ)।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত আয়কর কর্তন বিধিমালা ১৯৮৪ এর বিধি-১৬ এর তফসিলটি সংশোধন পূর্বক এস,আর,ও নম্বর-৬ আইন/২০০২ তারিখ-০৬-০১-২০০২ এর মাধ্যমে জারী করা আদেশ অনুযায়ী ঠিকাদার/সরবরাহকারী দিগকে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে পরিশোধের অর্থ কোন অর্থ বৎসরে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার অধিক হলে নিম্নে বর্ণিত হারে আয়কর কর্তন করতে হবে ঃ

পরিশোধের পরিমাণ	কর্তনের হার
১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শুন্য
১,০০,০০১/- টাকা হতে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	১%
৫,০০,০০১/- টাকা হতে ১৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	২.২৫%
১৫,০০,০০১/- টাকা হতে ২৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	৩.৫০%
২৫,০০,০০০/- টাকার উর্ধে হলে	৪%

- উক্ত আদেশ অনুযায়ী মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে আয়কর আদায় না করায় উক্ত অংকের আয়কর অনাদায় রয়েছে।
- সরকারী রাজস্ব আয়কর আদায় না করে প্রতিষ্ঠানকে অবৈধ সুযোগ করে দেয়ায় এ পরিমাণ ক্ষতি হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরবর্তীতে আয়করের আপত্তিকৃত অর্থ আদায়করে তা অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারী আদেশ অনুযায়ী আয়কর কর্তন/আদায় না করার কারণে অনিয়ম হয়েছে।
- সরকারী রাজস্ব সত্বর আদায় করা প্রয়োজন।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মীমাংসামূলক জবাব পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-ত)।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আয়কর বাবদ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৮

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর অনাদায়ী থাকায় সরকারের ১,৪৩,৯০৯/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- **বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ ৭(সাত) টি অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বিভিন্ন ঠিকাদারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৪৩,৯০৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি** (পরিশিষ্ট-জ) ।
- **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নম্বর-১১৬ আইন/২০০২/ ৩৪১ তারিখ-০৬-০৬-২০০২ ইং অনুযায়ী ঠিকাদার/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করে আদায়কৃত অর্থ সরকারী খাতে জমা করার নির্দেশ থাকলেও তা জমা করা হয়নি।**
- **আলোচ্য ক্ষেত্রে সরকারী আদেশ অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ ঠিকাদারী/সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- **সরকারী আদেশ অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের উক্ত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।**
- **বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।**
- **যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি** (পরিশিষ্ট-ত)।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ভ্যাট বাবদ অনাদায়ী রাজস্ব সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৯

শিরোনাম ঃ   পোর্ট চার্জ এবং শিপিং চার্জ বাবদ অনিয়মিতভাবে ৫৬,৮৪,৫৫৯/-টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- **বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ প্রকল্প পরিচালক, ১০ লক্ষ মোবাইল টেলিফোন প্রকল্প শুরু থেকে ২০০৫-২০০৬ হিসাব সালের স্থানীয় নিরীক্ষায় পরিচালক (সংগ্রহ) এর শিপিং শাখার নথি নং-ডিপি/এস-১৬/০৪-০৫/মোবাইল প্রকল্প/পার্ট-১ এবং নথি-ডিপি/এস-১৬/০৪-০৫/মোবাইল প্রকল্প/পার্ট-২/২ পর্যালোচনায় দেখা যায় মালামাল খালাসে বিলম্বের জন্য অতিরিক্ত পোর্ট চার্জ এবং শিপিং চার্জ বাবদ ৫৬,৮৪,৫৫৯/- টাকা অনিয়মিতভাবে প্রকল্পের খাত হতে পরিশোধ করা হয়েছে** (পরিশিষ্ট-ঝ)।
- **মালামাল খালাসে বিলম্বের জন্যে পোর্ট চার্জ/শিপিং চার্জ এজেন্ট কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হলেও প্রকল্পের অর্থ হতে তা পরিশোধ করা হয়েছে।**
- **বর্ণিত ২টি কনসাইনমেন্টের ক্লিয়ারেন্সের সময় বিলম্বের জন্যে পোর্ট চার্জ এবং শিপিং এজেন্টস্ চার্জ পরিশোধ করা হয়েছে।**
- **উল্লেখ্য যে, উক্ত মালামাল সরবরাহকারী কোম্পানীদ্বয় কর্তৃক চুক্তির ধারা ১১.৩ মোতাবেক শিপিং ডকুমেন্ট যথাসময়ে দাখিল না করে দেরীতে দাখিল করায় অতিরিক্ত পোর্ট ডেমারেজ বাবদ পরিশোধিত টাকা উক্ত কনসাইনীদ্বয় এর নিকট থেকে আদায়যোগ্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বর্ণিত কাজের চুক্তির আওতায় বিদেশী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (১) মেসার্স সিমেন্স, জার্মানী এবং (২) মেসার্স হুয়াই টেকনোলজী কোং লিঃ, চায়না কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন কনসাইনমেন্টের আমদানীকৃত মালামাল পোর্ট থেকে ছাড়াতে অতিরিক্ত ডেমারেজ বাবদ মোট ৫৬,৮৪,৫৫৯/- টাকা আদায়ের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে পত্র দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- **জরিমানা বাবদ উক্ত টাকা প্রকল্পের অর্থ হতে পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।**
- **বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে ২৫-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়।**
- **যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৩১-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।**

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পোর্ট চার্জ ও শিপিং চার্জ বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১০

শিরোনাম ঃ প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা বাবদ ৪১,০৫,৮৩৬/- টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- **বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ ৩(তিন) টি অফিসের ২০০৫-২০০৬ হিসাব সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা বাবদ ৪১,০৫,৮৩৬/- টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে** (পরিশিষ্ট-ঞ)।
- **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/অরি-১/এম-১৬/৯১-০১ (২৫০) তারিখ ঃ ১১-০১-৯২ এর নির্দেশ মোতাবেক প্রকল্পের নন গেজেটেড কর্মকর্তা / কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টির তারিখ হতে আত্মীকরণ না হওয়া পর্যন্ত ৩(তিন) মাসের বেতন ভাতা রাজস্ব খাত হতে পরিশোধ করা যাবে।**
- **তবে পদ সৃষ্টির তারিখ হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ করতঃ রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা প্রদান করতে হবে।**
- **এসব পদ অবশ্যই কর্মকমিশনের আওতাভুক্ত পদের বহির্ভূত পদ হতে হবে।**
- **আলোচ্য ক্ষেত্রে এ নিয়ম পরিপালন ব্যতীত প্রকল্পের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা রাজস্ব খাত হতে পরিশোধ করা হয়েছে।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- কর্তৃপক্ষের আদেশে রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।
- তবে পদগুলি রাজস্ব খাতে আনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে বেতন ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।**
- **বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।**
- **যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি** (পরিশিষ্ট-ত)।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পালন করে অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতা প্রদান বন্ধ করা আবশ্যক।
- **দায় দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।**

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১১

শিরোনাম ঃ পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া অনাদায়ী থাকায় ৯,৬৬,১০৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- **বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ অফিসার, টেলিফোন রাজস্ব (দক্ষিণ), ঢাকা এবং উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ অফিসার, টেলিফোন রাজস্ব (উত্তর), ঢাকা অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ রাজস্বের ৯,৬৬,১০৫/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে** (পরিশিষ্ট-ট)।
- **টেলিফোন রাজস্ব এ্যাকাউন্টস্ ম্যানুয়েল প্যারা-১০৭ অনুযায়ী টেলিফোন বিল বকেয়া হলে সাময়িক টেলিফোন বিচ্ছিন্ন ও পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ রয়েছে।**
- **কিন্তু সে নিয়ম মোতাবেক পিএবিএক্স লাইন বিচ্ছিন্ন না করার কারণে গ্রাহকগণ অধিক সময় টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং বকেয়া বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।**
- **অফিস কর্তৃক বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এমন কোন প্রমাণ নেই।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বার্ষিক ভাড়া বাবদ অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে।
- আদায়ের অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- **সরকারী ও বিভাগীয় বিধি অনুযায়ী যথাসময়ে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করলে পিএবিএক্স বার্ষিক ভাড়া বাবদ উক্ত পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকত না।**
- **বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।**
- **যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি** (পরিশিষ্ট-ত)।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ে শৈথিল্যের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১২

শিরোনাম ঃ টেলিফোন রাজস্ব বাবদ ৫৫,৯২,৪৪২/- টাকা অনাদায়ী থাকায় সরকারী রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ অফিসার, টেলিফোন রাজস্ব (দক্ষিণ), ঢাকা এবং উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ অফিসার, টেলিফোন রাজস্ব, চট্টগ্রাম অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বিভিন্ন সংসদ সদস্য, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট টেলিফোন রাজস্ব বাবদ ৫৫,৯২,৪৪২/- টাকা অনাদায়ী আছে (পরিশিষ্ট-ঠ) ।
- বাংলাদেশ গেজেটের আর্টিকেল-৮(২) তারিখ-১৮-১২-১৯৯২ খ্রিঃ এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্যগণ টেলিফোন বিল নগদে পরিশোধের লক্ষ্যে টেলিফোন ভাতা পেয়ে থাকেন এবং তা থেকে মাসিক টেলিফোন বিল পরিশোধ করার নিয়ম।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় উক্ত নিয়ম মোতাবেক বিল পরিশোধ না করার ফলে সংসদ সদস্যদের নিকট বিপুল পরিমাণ টেলিফোন রাজস্ব বকেয়া রয়েছে।
- টেলিফোন রাজস্ব এ্যাকাউন্টস্ ম্যানুয়েল প্যারা-১০৭ অনুযায়ী টেলিফোন বিল বকেয়া হলে সাময়িক বিচ্ছিন্ন ও পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ রয়েছে।
- কিন্তু সে নিয়ম মোতাবেক টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন না করার কারণে গ্রাহকগণ অধিক সময় টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং বকেয়া বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- বাংলাদেশ টিএন্ডটি বোর্ড কর্তৃক যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এবং টেলিফোন রাজস্ব আদায়ের ব্যপারে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বকেয়ার অংক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- আদায়ের অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টেলিফোন রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সকল বিধি বিধান সঠিকভাবে প্রয়োগ না করায় এ অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে ২৪-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারী পত্র ০৪-০৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- টেলিফোন বিল অনাদায়ের জন্য দায়ীগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৩

শিরোনাম ঃ “কাজ নাই মজুরী নাই” দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী বাবদ ১১,৯৮,৩০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিকম, কুষ্টিয়া অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে অস্থায়ী অগ্রিম নথি, এসিই-২ বিল ভাউচার ও ক্যাশ বহি, সিডিউল নথি যাচাইয়ে দেখা যায় সরকারী আদেশ উপেক্ষা করে নিয়মিত জনবল থাকা সত্ত্বেও “কাজ নাই মজুরী নাই” দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী বাবদ ১১,৯৮,৩০০/- টাকা অনিয়মিত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ড)।
- পিটিএন্ডটি মন্ত্রণালয়ের আদেশ নম্বর-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/স-২১/৯১-৭০৭ তারিখ ঃ ২৪-১০-৯২ইং এর দ্বারা দৈনিক ভিত্তিক বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ জারী করা হয়।
- পিএন্ডটি আই,এ,সি ২য় খন্ডের ২২৬ ধারা মোতাবেক কেবল মাত্র টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপের বিভিন্ন কাজের জন্য মাষ্টাররোল শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ করা যায়।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/উঃ-১/বিবিধ-৬/২০০৩/১৪৮৯ তারিখ ঃ ১৪-৩-২০০৩ ইং মোতাবেক “কাজ নাই মজুরী নাই” দৈনিক ভিত্তিক মাষ্টাররোল/ ক্যাজুয়াল/চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধের ক্ষেত্রে সরবরাহ ও সেবা খাতের (৪৮৫১ কোডের) বরাদ্দ হতে মজুরী পরিশোধ করা যাবে।
- কিন্তু উক্ত আদেশ পরিপালন না করে “সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ” খাতে (৪৯০০ কোডের) বরাদ্দ হতে মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য একই বিভাগে একই প্রকার কাজে যথাক্রমে-সুইচরুম, এম,ডি,এফ রুম, ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল, লাইন ও তার ইত্যাদি কাজে (১) নিয়মিত সরকারী জনবল আছে (২) চুক্তি ভিত্তিক দৈনিক মজুরী পরিশোধ করা হয় এরূপ প্রায় ১০০ জন জনবল আছে এবং (৩) মাষ্টাররোল ৪৪ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। একই কাজে তিন স্তরে সরকারী অর্থ পরিশোধের নামে অপচয় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯৩ প্যারা মোতাবেক শ্রমিক / কুলি নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- “কাজ নাই মজুরী নাই” দৈনিক ভিত্তিক মাষ্টাররোল শ্রমিকের মজুরী সরবরাহ ও সেবা খাতের (৪৮৫১ কোডের) বরাদ্দ হতে পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১৪-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২৬-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয়িত অর্থের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৪

শিরোনাম ঃ আকাশ পথে মালামাল আনয়ন করা সত্ত্বেও সমুদ্র পথের বীমাচার্জ পরিশোধ করায় ৭,৫৪,৫৭,৭৬৮/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ প্রকল্প পরিচালক, ১০ লক্ষ টিএন্ডটি মোবাইল টেলিফোন প্রকল্প এর শুরু থেকে ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক ক্রয়ের সাথে জড়িত পরিচালক (সংগ্রহ) অফিসের নথি নং-ডিপি-এসি-১১-০১/২০০৩-২০০৪/প্যাকেজ-১ ও প্যাকেজ-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আকাশ পথে মালামাল আনয়ন করা সত্ত্বেও সমুদ্র পথের বীমাচার্জ পরিশোধ দেখিয়ে ৭,৫৪,৫৭,৭৬৮/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঢ়)।
- মোবাইল টেলিফোনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপনের নিমিত্তে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড এর সহিত বিদেশী ঠিকাদার মেসার্স সিমেন্স, জার্মানীর প্যাকেজ-১ এবং মেসার্স হুয়াই টেকনোলজী, চীনের প্যাকেজ-২, মোট ২টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- উক্ত চুক্তির আমদানীতব্য মালামালের মূল্যের উপর আকাশ পথে মালামাল আনা হলে ১.০৮% হারে এবং সমুদ্রপথে মালামাল আনা হলে ৩.৪২% হারে ইন্সুরেন্স চার্জ পরিশোধ করতে হবে মর্মে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, শাখা-১৪,১১৬/১ নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকার সহিত মেরিন কভার নোট নেওয়া হয়।
- মালামালের ইনভয়েস এবং ইন্সুরেন্স বীমা পরিশোধের বিল সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আকাশ পথে মালামাল আনয়ন করা সত্ত্বেও সমুদ্র পথে আনয়নের বীমা চার্জ বাবদ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে ৭,৫৪,৫৭,৭৬৮/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে সরকারের উক্ত টাকার ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আলোচ্য কাজের প্রায় সমুদয় মালামাল বিমানযোগে শিপমেন্ট করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, সাধারণ বীমাকে পরিশোধিত মোট টাকার মধ্যে সাধারণ বীমার প্রাপ্য বাদে বাকী টাকা ফেরৎ প্রদানের জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে পত্র লেখা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আকাশ পথে মালামাল আনায়ন করা সত্ত্বেও সমুদ্র পথের বীমা চার্জ পরিশোধ করে উক্ত টাকার ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে ২৫-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৩১-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ দায়ীগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১৫

শিরোনাম ঃ প্রকল্পের কাজে ক্রীত মালামালের যথাযথ ব্যবহারের প্রমাণ না পাওয়ায় উক্ত মালামালের মূল্য বাবদ ৯,৫০,০০,০০০/- টাকা সরকারের ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের অধীনস্থ প্রকল্প পরিচালক, ২,৬৬,০০০ ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপন প্রকল্প, কড়াইল, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, প্রকল্পের কাজে বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প সংস্থা লিঃ খুলনা এর নিকট হতে ক্রয়কৃত ৯,৫০,০০,০০০/- টাকার মালামাল কি কাজে, কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-ণ)।
- ক্রীত মালামাল গ্রহণ ও প্রকল্পের কাজে সঠিকভাবে ব্যবহার হয়েছে, তার কোন প্রতিবেদন প্রকল্প অফিস দেখাতে পারেনি।
- জি'ওবি এর টাকা প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে মালামাল সরবরাহের জন্য পরিশোধ করা হয়েছে, কাজেই মালামাল গ্রহণ, বিতরণ ও ব্যবহারের সঠিকতা নিশ্চিত করা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব।
- বিভিন্ন বিভাগীয় প্রকৌশলী বিটিটিবি ক্যাবলের প্রাপ্তি, বিতরণ ও ব্যবহারের কোন রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা দলকে সরবরাহ করেননি।
- বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে ভান্ডার (ক্যাব্ল) ব্যবহার করে সম্পাদিত প্রকল্পের কাজের সময়ভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকল্প অফিসে পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রকল্প পরিচালকের অফিসে ক্যাবল / ভান্ডার হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ক্যাবল ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হলেও ক্রীত ক্যাবলের হিসাব প্রকল্প সংরক্ষণ করা আবশ্যক।
- ক্যাবল যে কাজে দেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার হয়েছে এ মর্মে প্রতিবেদন থাকা আবশ্যক।
- উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থে ক্রীত ক্যাবলের হিসাব আলোচ্য অফিসের পরিবর্তে কেন বিভাগীয় অফিস সংরক্ষণ করে এ বিষয়ে যথাযথ জবাব প্রদান করা হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে ৬-২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়।
- পরবর্তীতে সচিব বরাবরে ০৫-০৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ দিয়ে ক্রীত মালামাল ব্যবহারের হিসাব/এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা প্রয়োজন।
- অন্যথায়, দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১৬

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন মূল্যমানের ষ্ট্যাম্প চুরি ও প্রকৃত মজুদ অপেক্ষা কম প্রাপ্তির কারণে ৯,১২,৪৬,৬৪৬/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ এসি ষ্ট্যাম্প অফিসের ২০05-২০০৬ আর্থিক সালের ষ্ট্যাম্পের ষ্টক লেজার বাস্তব যাচাইকালে প্রকৃত মজুত অপেক্ষা ৯,১২,৪৬,৬৪৬/- টাকার ষ্ট্যাম্প কম পাওয়া যায় **(পরিশিষ্ট-থ)**।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় বিভিন্ন মূল্যমানের জুডিশিয়াল ও নন্ জুডিশিয়াল মজুদ অপেক্ষা ৭,৯৩,৯৩,৭০০/- টাকার ষ্ট্যাম্পস্ কম পাওয়া যায়।
- স্থানীয় অফিসের তথ্য হতে দেখা যায় ১৩-৫-২০০৬ তারিখে কেন্দ্রীয় ষ্ট্যাম্পস্ এর ১ নং গুদামের তালার সিলগালা ভেংগে এবং তালা খুলে বিভিন্ন মূল্যমানের ৫৩,০০,০০০/- টাকা ষ্ট্যাম্প চুরি হয়।
- পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পস্ এর লেজার ব্যালেন্স গণনাকালে বিভিন্ন মূল্যমানের পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প মজুদ অপেক্ষা ৬৫,৫২,৯৪৬/- টাকা মূল্যের কম পাওয়া যায়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কেন্দ্রীয় গুদাম হতে পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প চুরি হওয়ার বিষয়ে পল্টন থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
- ষ্ট্যাম্প মজুদ অপেক্ষা কম প্রাপ্তির বিষয়ে সাবেক ষ্টোর কীপার এর বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ষ্ট্যাম্প প্রাপ্তি এবং ট্রেজারীতে সরবরাহের সময় ব্যালেন্স লেজারে লিপিবদ্ধ করে সহকারী নিয়ন্ত্রক, ষ্ট্যাম্প কর্তৃক লেজার স্বাক্ষর করা হলে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ষ্টোর যাচাই করা হলে এ ধরনের অনিয়ম সংগঠিত হতো না।
- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ০৩-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব বরাবরে ১৫-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ষ্ট্যাম্প চুরি ও মজুদ অপেক্ষা কম প্রাপ্তির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- এ ব্যাপারে যদি কোন জালিয়াতি বা যোগসাজসের আলামত পাওয়া যায় তাহলে দেশের প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে সরকারী ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

(টি এম রাশেদুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৮৩১৬০৯৯।